মওদুদীবাদ

সংকলন

মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক

শায়খুল হাদীস : জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা

ঢাকা-১২১২

প্রকাশনায়

শায়খুল হিন্দ একাডেমী

আকুনী, পো : গাছবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট।

মওদুদীবাদ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারূক

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী
প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর-২০০৩ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

অক্ষর বিণ্যাস ও মুদ্রণ
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	৫
১. 'দ্বীন' অর্থ " ষ্টেট"	৭
২. ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়	৭
৩. বর্তমান পৃথিবীর সব মুসলমান বে-দ্বীন কাফের	৭
৪. অন্যকোন সরকারের অধিনে ইসলামের কোন অস্তিত্য থাকে না	৮
৫. ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায রোযায় অভ্যস্ত হলেও বে-ঈমান	৯
৬. নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাত ইবাদত নয়	৯
৭. যিকির ও তেলাওয়াত ইবাদত নয়	১০
৮. নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাত ট্রেনিং কোর্স	১১
৯. আসল ইবাদতের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই	১২
১০. সরকারী আইন মেনে চলাই ইবাদত	১২
১১. রাষ্ট্রের আইনই শরীয়ত	১৩
১২. বর্তমান অবস্থায় ইবাদত নিষ্ফল	১৩
১৩. ইসলামী সরকার ছাড়া কোন ফরয ফরযের মর্যাদা পায় না	১৪
১৪. প্রথম শতাব্দীর পর কুরআন শরীফের অর্থ বিকৃত হয়ে গেছে	১৪
১৫. দ্বিতীয় শতাব্দি থেকে কুরআন শরীফ অর্থহিন হয়ে পড়েছে	১৫
১৬. কুরআন বুঝার জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই	১৫
১৭. তাফ্হীমুল কুরআন তাফ্সীর নয় আমার নিজস্ব উপলব্ধি	১৬
১৮. যে ফেক্বার কিতাবাদী অনুসরণ করবে সে জাহান্নামী তার নাজাতের আশা নেই	১৬
১৯. পূর্বেকার রচিত কিতাবাদী বর্তমানে কোন কাজের নয়	১৭

২০. হাদীস অস্বীকার ১৭
২১. হাদীস, তফসীর ও ফেকার কিতাবাদী গ্রহণযোগ্য নয় ১৮
২২. মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকায়ে ইসলাম নেই ১৮
২৩. উলামাদের সঠিক ফতওয়া প্রদানের যোগ্যতা নেই ১৮
২৪. পীর, আওলিয়া ও মুজতাহিদীনদের অনুসরণ হারাম ১৯
২৫. আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীন পাগল ও বিদ্বেষী ছিলেন ২০
২৬. মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের ন্যায়শাস্ত্রের যোগহ্যতা ছিল না ২০
২৭. চার ইমামের অনুসারীরা পশুর সমান ২১
২৮. আমি কোন মাযহাব মানি না ২১
২৯. সব ব্যর্থতার মূল, বুযুর্গানেদ্বীনের অনুসরণ ২১
৩০. সত্যিকার মুসলমান কেউই নেই ২২
৩১. মুসলমানদের শতকরা ৯৯ ভাগ বে-দ্বীন ২৩
৩২. কোন নবীই নিষ্পাপ ছিলেন না সবাই কিছু না কি ছু পাপে লিপ্ত ছিলেন ২৩
৩৩. রাসূল (সা.) দায়িত্ব আদায়ে ভুল-ত্রুটি করেছেন ২৫
৩৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মত দাড়ি রাখা বেদআত ২৫
৩৫. তিন নবী ছাড়া কোন নবীই তাঁদের চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি ২৫
৩৬. হযরত উছমান ও আলীর খিলাফতে জাহিলিয়াতের ঢল নেমেছিল ২৬
৩৭. মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মানুষকে
হেদায়াত করতে গিয়ে গুমরাহ করেছেন ২৭
৩৮. প্রচলিত তাসাওউফ পরিত্যাজ্য ২৮
আহ্বান ২৯
প্রমাণপঞ্জী ৩০

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব মানবের সর্বকালিন সার্বজনিন হেদায়াতের জন্যে তাঁর পরিপূর্ণ দ্বীন দ্বীনে ইসলাম দ্বারা মুসলমানদেরকে বাধিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩ বৎসরে লক্ষাদিক ছাহাবায়ে কেরামের এক নূরানী জামাত তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। যারা বিশ্ব মুসলিমের হেদায়েতের নমুনা স্বরূপ। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে ১২ শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ময়দানে এমন এক সুনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে যাহা পৃথিবী আর কখনও দেখেনি। এশিয়া, আফ্রীকা ও ইউরোপের এক সুবিশাল এলাকায় হাজার বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ন্যায় বিচার ও সেবামূলক কর্তৃত্ব স্থাপিত ছিল, যার শত ভাগের এক ভাগও অন্য কোন জাতি পেশ করতে পারেনি।

কিন্তু কালের পরিবর্তনে বৃটিশরা যখন আমাদের ভারত বর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র অবলম্বন করে তখন এক দিকে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্ম বিমুখ করে ইসলামী চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ কৃষ্টি-কালচার থেকে দূরে রেখে নাস্তিকতা ও খৃষ্ঠ ইযমের ছাঁচে গড়তে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। অন্য দিকে খৃষ্টান পাদ্রী ও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী গং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর অপচেষ্টা চালায়।

যেহেতু এইসব ফিৎনা প্ররিস্কার তাই মানুষকে বুঝানো সহজ। কিন্তু ঐ সময় ইসলামী সংস্কারের আবরণে খারিজীদের ان الحكم الا لله এর শ্লোগানের মত "একামতে দ্বীনের" স্লোগান নিয়ে এক নতুন ফিৎনার

আবির্ভাব হয় মাওদূদী সাহেবের মাধ্যমে। মাওদুদী সাহেব যদি তাওহীদকে অস্বিকার করতেন, নবুওয়াত ও রিসালতকে অস্বীকার করতেন এবং কুরআন হাদীসের যদি এনকার করতেন, তবে মানুষকে সতর্ক করা সহজ হত। কিন্তু না, তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের কাছে আছে তাওহীদের স্বীকৃতি রিসালতের স্বীকৃতি, নামায রোযা হজ্বের বাহ্যিক পালন, (যদিও তা ট্রেনিং এর নিয়তে হয়) এবং যাকাত আদায়ে তারা সচেষ্ট। (যদিও তা ১০০% পার্টির কাজ ও কর্মির পিছনে খরচ হয়। কারণ তারা পার্টির কাজকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও তাদের কর্মিকে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ মনে করেন তাই তাদের সম্পূর্ণ খরচ, বেতন যাকাত ফান্ড থেকে দেয়া হয়।)

আবার তিনি তার লিখনীর দ্বারা এক দিকে হাদীস তাফসীর ও ফেক্বা সহ ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারকে ধুলিষ্যাৎ করে দেয়ার অপচেষ্টা করেন, অন্য দিকে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে এযাম, তাবিয়ীন, ফুক্বাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুসলমান খলীফাদের দোষ-ত্রুটি ও ব্যর্থতার এক অবাস্তব মিথ্যা জরিপী রিপোর্ট পৃথিবীবাসীর সামনে পেশ করেন।

যেহেতু এখানে তাগুতের প্রগ্রাম চলছে ইসলামী আন্দোলনের ছদ্যাবরণে তাই তাদের থেকে মানুষকে সতর্ক করলে শুধু মুনাফিকরাই নয় অনেক সময় সরল মনা মুসলমানও, ইসলামী জ্ঞান না থাকায় তাদের পক্ষ অবলম্বন করে বসে। তার পরও ভারত পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম দ্বীনের সংরক্ষণ ও হক বাতিলের দ্বন্দ্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য মওদূদী বাদের বিরুদ্ধে এত লিখেছেন, এত বলেছেন, যে ঐ দুই দেশে এই ফিতনা কোমর সুজা করে দাড়াতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম এই ফেৎনার ব্যাপারে অনেকটা নমনিয় থাকায় ফল দাড়িয়েছে এই যে বর্তমানে রাজনৈতিক ময়দানে তারা তৃতীয় শক্তির মর্যাদা লাভ করেছে। তাই হক্কানী উলামায়ে কেরামের এই ময়দানে তৎপর হওয়া অতি জরুরী।

২০০২-৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশে মাওদুদী বিরোধী বিভিন্ন প্রগ্রামের মধ্যে মতিঝিল মাহবুব আলী মিলনায়তনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আমি সেখানে মাওদুদী

বাদের পরিচিতি মূলক এ প্রবন্ধটি পাঠ করছিলাম। ২০০৩ সনে তাহা প্রথম বার ছাপানো হয়েছিল। ইহা তার দ্বিতীয় সংস্করণ।

বুকলেটটি পড়ুন নিরপেক্ষ চিন্তা করুন, সিরাতে মুস্তাক্বীমে চলার চেষ্টা করুন, বাতিলের চাকচিক্য থেকে বেচে থাকুন। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন।

১. 'দ্বীন' অর্থ " ষ্টেট"

কুরআন ও হাদীসের আলোকে দ্বীন বলা হয়– ঈমান, ইসলাম ও এহসানকে। কিন্তু মওদুদী সাহেব তাহা অস্বীকার করেন পরিষ্কারভাবে। তার মতে দ্বীন অর্থ-ষ্টেট, অর্থাৎ দ্বীন রাষ্ট্র সরকার ছাড়া নিরর্থক। তিনি বলেন–

(ক) সম্ভবত দুনিয়ার কোন ভাষায় এত ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই যা 'দ্বীন' এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তবে বর্তমান যুগের ইংরেজী শব্দ "ষ্টেট" শব্দটি দ্বীন এর কাছাকাছি ভাব আদায় করে। (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ পৃ. ১০৯; কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা পৃ.-১১০)

(খ) একথা নিশ্চিত যে, সকল নবী-রাসূলগণের (আল্লাহ প্রদত্ত্ব) মিশনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল (হুকুমতে ইলাহিয়্যাহ) আল্লাহর সরকার ক্বায়েম করা।
(তাজদীদ ও এহয়ায়ে দ্বীন, পৃ. ৩২, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পৃঃ ৩৩)

২. ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়

"কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইসলাম কোন ধর্ম এবং মুসলমান কোন জাতির নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মূলত ঃ এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম।"
(তাফহীমাত ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; নির্বাচিত রচনাবলী প্রথম ভাগ, পৃ. ৭৫)

৩. বর্তমান পৃথিবীর সব মুসলমান বে-দ্বীন কাফের

(ক) "যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে (প্রভাবে) মানুষ কোন রীতি-নীতি বা বিধি-বিধান মেনে চলে তা যদি আল্লাহর কর্তৃত্ব সম্বলিত হয়, তাহলে বলা যাবে মানুষ আল্লাহর দ্বীনের উপর আছে। আর ঐ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যদি

বাদশাহর হয়, তাহলে বলা যাবে যে, মানুষ বাদশাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ঐ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন পুরোহিত বা পণ্ডিতের হয়, তবে বলা হবে যে, মানুষ ঐ পণ্ডিত বা পুরোহিতের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।" (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ পৃ. ১০৮ কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃ. ১০৯)

(খ) 'দ্বীন' যা-ই এবং যে ধরনেরই হোকনা কেন রাষ্ট্র ও সরকারী কর্তৃত্ব ছাড়া তার কোন মূল্য নেই। গণ-দ্বীন, কমিউনিষ্ট-দ্বীন কিংবা আল্লাহর দ্বীন যা-ই হোক না কেন, একটি দ্বীনের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র শক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রাসাদের শুধু কাল্পনিক চিত্র যার বাস্তব কোন অস্তিত্বই নেই যেমন অর্থহীন, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সরকার ছাড়া একটি দ্বীন সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

(ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পৃ: ২৬০, খুতবাত পৃ: ৩২২)

৪. অন্যকোন সরকারের অধিনে ইসলামের কোন অস্তিত্য থাকে না

(ক) অন্যান্য দ্বীনের ন্যায় দ্বীন ইসলামও এ দাবী করে যে, ক্ষমতা ও প্রভূত্ব নিরংকুশভাবে কেবলমাত্র আমারই হবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি দ্বীনই আমার সামনে অবনত ও পরাজিত থাকবে। অন্যথায় আমার অনুসরণ কি করে সম্ভব হতে পারে? আমার দ্বীন 'গণদ্বীন' হবে না। শাহীদ্বীন হবে না, কমিউনিষ্ট দ্বীন হবে না অপর কোন দ্বীনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন দ্বীনের অস্তিত্ব থাকলে আমি থাকবো না। তখন আমাকে শুধু মুখেই সত্য বলে স্বীকার করলে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যাবে না।

(খুতবার পৃ. ৩২৪; ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ: ২৬২)

(খ) রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া কোন বিধান ও মতবাদ পেশ করা অথবা তার ভক্ত হওয়া নিতান্তই অর্থহীন। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পৃ: ২৫)

বিঃ দ্রঃ মাওদুদী সাহেবের মতে যেহেতু আল্লাহর সরকার গঠন করা ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র বা কর্তৃত্বের নিয়ম-কানুন মেনে চলার কারণে ইসলামে প্রবেশ করা যায় না, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মওদূদী আদর্শের অনুসারীরা

হুকুমতে ইলাহিয়্যাহ ক্বায়েম না করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে মুসলমান বলা যায় না। বরং মওদুদী সাহেবের ফতোয়া মতে তিনি ও তার অনুসারীরা বেদ্বীন।

যদি মওদুদীবাদীরা দাবী করেন যে, আমরা হুকুমতে ইলাহিয়্যাহ ক্বায়েমের চেষ্টা তো করছি! না; এই দাবী দ্বারা-ই তারা মুসলমান হয়ে যাবেন না। কেননা, কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার চেষ্টা করলেই তাকে মুসলমান বলা যায় না। কারণ শুধুমাত্র চেষ্টার নাম ইসলাম নয়। তাই দ্বীনে ইলাহিয়্যাহ ক্বায়েমের চেষ্টা করলেই মওদুদীদেরকে দ্বীনদার বলা যাবে না। বাস্তবে দ্বীন আছে কি না তা দেখতে হবে। যেভাবে রাত্র এবং দিন একটা অন্যটার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না সেভাবে তাদের মতে অন্য কোন প্রশাসনের উপস্থিতিতে দ্বীনে ইসলাম অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায রোযায় অভ্যস্ত হলেও বে-ঈমান

কিন্তু আল্লাহর দ্বীন ভিন্ন অপর কোন দ্বীনের (প্রশাসনের) অধীন জীবন যাপন করায় আপনার যদি তৃপ্তি লাভ হয় এবং সে অবস্থায় আপনার মন সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হয়ে থাকে, তবে আপনি আদৌ ঈমানদার নন। আপনি মনোযোগ দিয়ে যতই নামায পড়েন, দীর্ঘ সময় ধরে 'মুরাক্বাবা' করেন আর যতইনা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করেন ও ইসলামের দর্শন প্রচার করেন না কেন, কিন্তু আপনার ঈমানদার না হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্য কোন দ্বীনের (প্রশাসনের) প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা। (খুতবাত পৃ: ৩২৭; ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ: ২৬৪)

৬. নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাত ইবাদত নয়

(ক) আপনি হয়ত মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাটুর উপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং

কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা শুধু এ কয়টি কাজই ইবাদত। হয়তো আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন থেকে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ করার নামই ইবাদত। আপনি বুঝে থাকেন, মক্কা শরীফে গিয়ে কাবা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, সে ইবাদত সুসম্পন্ন করেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে ইবাদতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

(ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা-১০৫, খুতবাত পৃ: ১৩৫)

(খ) পূর্বে যেমন একাধিকবার বলেছি এখনও বলছি, বর্তমান মুসলমানগণ নামায, রোযার আরকান (আভ্যন্তরীণ জরুী কাজ) এবং তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই আসল ইবাদত বলে মনে করছে। অথচ এটা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না।

(ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১৪৯, খুতবাত পৃ. ১৯২)

৭. যিকির ও তেলাওয়াত ইবাদত নয়

(ক) দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোনায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহ আল্লাহ করার' নাম ইবাদত নয়। বরং এ দুনিয়ায় আপনি যে কাজই করেন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে ইবাদত। (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১০৮, খুতবাত, পৃ. ১৩৯)

(খ) দুনিয়ার বিপুল কর্ম জীবন পরিত্যাগ করে ঘর বা মসজিদের কোনে বসে তাসবীহ পড়াকে ইবাদত বলা যায় না। বস্তুত দুনিয়ার এ গোলক ধাঁধায় জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই ইবাদত।

(ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১০৯, খুতবাত, পৃ. ১৪০)

তাহলে উম্মতের লক্ষ লক্ষ উলামা ও আউলিয়ায়ে কেরাম যারা দুনিয়া ছেড়ে শিক্ষা দিক্ষা যিকির ও তেলাওয়াতে জিবন বিসর্জন দিয়েছেন তারা কি ইবাদত ছাড়া মারা গেলেন ?

৮. নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাত ট্রেনিং কোর্স

(ক) বস্তুত ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত সমূহ এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র শক্তি নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসে কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে, সেই ট্রেনিং,-এ উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়, ইসলামও তার কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়, তারপরই তাদের জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত ক্বায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়।'

(ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা, পৃ. ২৫৪; খুতবাত, পৃ. ৩১৫)

অর্থাৎ হল দখলের জিহাদ, বিরোধী দলকে হত্যা করা বা পায়ের রগ কাটার জিহাদে লিপ্ত থাকলে নামায রোযার প্রয়োজন নেই। তাই কি ?

(খ) নামায , রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে, এসব ইবাদত অন্যান্য ধর্মের ইবাদতের ন্যায় নিছক পূজা-উপাসনা অনুষ্ঠান মাত্র নয়। কাজেই এরূপ একটি কাজ করে ক্ষান্ত হলেই আল্লাহ তা'য়ালা কারো প্রতি খুশী হতে পারেন না। মূলতঃ একটি বিরাট উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার জন্য এবং একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে সুদক্ষ করার উদ্দেশ্যেই এসব ইবাদত মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। মানুষের উপর থেকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভূত্ব বিদূরিত করে শুধু আল্লাহর হুকুমতপ্রভূত্ব ক্বায়েম করাই এসব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মন প্রাণ উৎসর্গ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার নামই হচ্ছে জিহাদ। নামায, রোযা ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদতের কাজগুলো মুসলমানদেরকে এ কাজের জন্যে সর্বোতভাবে প্রস্তুত করে। কিন্তু মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এ মহান উদ্দেশ্য ও এ আসল কাজকে ভুলে আছে। সে কারণেই তাদের সকল ইবাদত-বন্দেগী নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ২৪৭; খুতবাত, পৃ. ৩০৭)

(গ) নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যে কোন্ বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ফরজ করা হয়েছে, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ তা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছেন। যদিও আজ পর্যন্তএগুলোকে নিছক পূজা অনুষ্ঠানের ন্যায়ই মনে করা হয়েছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ভ্রান্ত ধারণাই বদ্ধমূল করে রাখা হয়েছে। এটা যে একটি বিরাট ও উচ্চতর কাজের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি। এ কারণেই মুসলমানগণ নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে আসছে। কিন্তু মূল কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কোন ধারণাই তাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। যদিও মূলত; সে জন্যই এ ইবাদত সমূহ ফরজ করা হয়েছে। (খুতবাত ৩১৮, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ২৫৭)

৯. আসল ইবাদতের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই

"কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা যে ইবাদতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদত' করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ..... সে ইবাদতের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। সে ইবাদত সব সময় হওয়া চাই। সে ইবাদতের কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, সময় নেই। প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর ইবাদত হতে হবে।" (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১০৫-৬; খুতবাত, পৃ. ১৩৬-১৩৭)

কিন্তু আমাদেরকে আমাদের আল্লাহ যে নামায রুযা ও হজ্ব যাকাতের আদেশ দিয়েছেন তার নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট রূপ রয়েছে।

১০. সরকারী আইন মেনে চলাই ইবাদত

কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে বর্ণিত ইবাদতের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ভঙ্গিতে মওদুদী সাহেব ইবাদতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

"দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়। শরীয়ত হচ্ছে এর আইন এবং এ আইন ও নিয়ম প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদত।"

(খুতবাত, পৃ. ৩২০, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ ২৫৮)

১১. রাষ্ট্রের আইনই শরীয়ত

(ক) দ্বীন মূলত ঃ রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়। শরীয়ত হচ্ছে এর আইন এবং এ আইন ও নিয়ম প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদত। আপনি যাকেই শাসক ও নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র কর্তারূপে মেনে তার অধীনতা স্বীকার করবেন, আপনি মূলত ঃ তারই দ্বীন এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনার এ শাসক ও রাষ্ট্রকর্তা যদি আল্লাহ হন, তবে আপনি তার দ্বীন-এর অধীন হলেন। তিনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হন, তবে বাদশাহর দ্বীনকেই আপনার কবুল করা হবে। বিশেষ কোন জাতিকে এ মর্যাদা দিলে সেই জাতিরই দ্বীন গ্রহণ করা হবে, আর যদি এ শাসক গণতান্ত্রিক হয় তবে আপনি সেই দ্বীনের অন্তর্গত গণ্য হবেন। (খুতবাত পৃ. ৩২০, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পৃ. ২৫৮)

(খ) বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি যারই আইন পালন করে চলবেন মূলতঃ তারই দ্বীন আপনার পালন করা হবে।

(খুতবাত পৃ: ৩২১; ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ: ২৫৯)

তাহলে বৃটিশ প্রশাসন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলমানরা বেদ্বীন ছিলেন এবং তাঁদের নামায রোযা হজ্ব যাকাত যিকর ও তেলাওয়াত ইত্যাদি, ইবাদতে গণ্য হবে না ?

১২. বর্তমান অবস্থায় ইবাদত নিষ্ফল

(ক) আমি যদি আপনাদের এরূপ মতে সায় দিতে পারতাম তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু আমিতো তা পারছি না। যে সত্য আমি জানতে পেরেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি বর্তমান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সাথে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত প্রভৃতি নামাযও যদি পড়া হয়, পাঁচ ঘন্টা করে দৈনিক কুরআন শরীফ তেলায়াত করা হয়, রমযান শরীফ ছাড়াও বছরের অবশিষ্ট এগারো মাসের সাড়ে পাঁচ মাসও যদি রোযা রাখা হয়, তবুও কোন ফল হবে না।

(ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পৃ. ১৪১; খুতবাত, পৃ. ১৭৯)

(খ) আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে, যার অন্তরে জেহাদের নিয়ত নেই, আর যার উদ্দেশ্য জেহাদ হবে না তার জীবনের সম্পূর্ণ ইবাদত-বন্দেগী নিস্ফল, কোন লাভ নেই। (খুতবাত পৃ. ৩১৮, বুনিয়াদী শিক্ষা পৃ. ২৫৭)

ইবাদত কবুল হওয়ার যে শর্ত মাওদুদী সাহেব বর্ণনা করলেন তাহা কি কুরআন শরীফের কোন আয়াতে বা হাদীসে বর্ণিত আছে ? না মাওদুদী সাহেব নিজের পক্ষ থেকেই এই শর্ত বেধে দিয়েছেন?

১৩. ইসলামী সরকার ছাড়া কোন ফরয ফরযের মর্যাদা পায় না

"কোন ফরযই দ্বীনে বাতিলের (বাতিল সরকারের) অধীনে ফরযের মর্যাদা পায় না। সুতরাং ইক্বামতে দ্বীনের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার) দায়িত্বটিই সব ফরযের বড় ফরয। দ্বীনকে ক্বায়েম বা বিজয়ী করার চেষ্টা করা ফরযে আইন।" (অধ্যাপক গোলাম আযম, ইক্বামতে দ্বীন পৃ: ২৭)

তাহলে কি আমাদের নামায রোযা হজ্ব যাকাত নফল ইবাদত? এবং নামায রোযা থেকে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয?

১৪. প্রথম শতাব্দীর পর কুরআন শরীফের অর্থ বিকৃত হয়ে গেছে

"আরবে যখন কুরআন পেশ করা হয়, তখন প্রত্যেকেই জানতো 'ইলাহ' অর্থ কি, 'রব' কাকে বলা হয়। অনুরূপভাবে 'ইবাদত' ও 'দ্বীন' শব্দও তাদের ভাষায় প্রচলিত ছিল পূর্ব থেকে। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিলো পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে"।" (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ পৃ: ৮, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা-১১)

"ফল দাঁড়ালো এই যে, কুরআনের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করাই লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো।" তিনি আরো বলেন ঃ "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্প্রীটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।" (কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃ: ১২-১৩, কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহেঁ, পৃ: ৯-১০)

১৫. দ্বিতীয় শতাব্দি থেকে কুরআন শরীফ অর্থহিন হয়ে পড়েছে

(ক) 'এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করার জন্যে পরিভাষা চতুষ্ঠয়ের (ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত) সঠিক ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য। "ইলাহ" শব্দের অর্থ কি? "ইবাদতের" সংজ্ঞা কি, "দ্বীন" কাকে বলে? কোন ব্যক্তি যদি তা না জানে তবে তার কাছে সম্পূর্ণ কুরআনই অর্থহীন হয়ে পড়বে। (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ পৃ: ৭, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা-১১)

(খ) পরবর্তী (প্রথম শতাব্দীর পরের) যুগের (আরবী) অভিধান ও তাফসীর গ্রন্থ সমূহে কুরআনের প্রায় শব্দের ব্যাখ্যা আসল আভিধানিক অর্থের স্থলে ঐসব অর্থ দ্বারা করা হয়েছে যা এ যুগের লোক বুঝে।

(কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহেঁ, পৃ:-৯)

তাহলে কি প্রথম শতাব্দির পর কুরআন শরীফের মাধ্যমে কেউ হেদায়াত পায়নি?

১৬. কুরআন বুঝার জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই

কুরআনের ব্যখ্যার জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই বরং উচু পর্যায়ের একজন অধ্যাপকই যথেষ্ট। (তানকীহাত পৃ: ২৯১)

হাদীসে বর্ণিত আছে, যে নিজের অপলব্ধিতে কুরআন শরীফের তাফসীর করবে সে জাহান্নামী।

১৭. তাফ্হীমুল কুরআন তাফ্সীর নয় আমার নিজস্ব উপলব্ধি

তাফ্হীমুল কুরআনে মওদুদী সাহেব কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ কোন তাফসীর করেননি। বরং তাঁর ভ্রান্ত উপলব্ধি দ্বারা কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "আমি কুরআন শরীফের শব্দগুলোকে উর্দূভাষায় অনুবাদের স্থলে এ চেষ্টা করেছি যে, কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে যে অর্থ আমার বুঝে এসেছে এবং যে প্রভাব আমার অন্তরে পড়েছে যথাসম্ভব বিশুদ্ধতার সাথে তা আমি আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করব।"

(তাফহীমুল কুরআন-উর্দু দীবাছা, পৃ. ১০)

১৮. যে ফেক্বার কিতাবাদী অনুসরণ করবে সে জাহান্নামী তার নাজাতের আশা নেই

"ক্বিয়ামতের দিন এসব গোনাহগারদের সাথে তাদের ধর্মীয় নেতারাও গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর আদালতে হাজির হবেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন– 'আমি তোমাদেরকে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছিলাম। এ দু'কে অতিক্রম করে নিজেদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা তোমাদের উপর কে ফরজ করেছিল? আমি প্রতিটি কাঠিণ্যের প্রতিষেদক এ কুরআনে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে স্পর্শ করতে তোমাদের কে নিষেধ করেছে? মানুষের লেখা কিতাবগুলোকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করার নির্দেশই বা তোমাদের কে দিয়েছে'? এ জিজ্ঞাসার জবাবে কোন আলেমেরই কান্যুদ দাক্বাইক্ব, হেদায়া ও আলমগীরীর রচয়িতাদের কোলে আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই।" (হুকুকোযযাওজাইন পৃ. ৯৫-৯৬, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পৃ. ৮১)

আর যদি এই জিজ্ঞাসার জবাবে কেহ বলে যে আল্লাহ আমি জামাত-শিবির ছিলাম মাওদুদী সাহেবের বই পুস্তক দেখে দ্বীন শিখেছি, তারই অনুসরণ করেছি, তখন কি আল্লাহ বলবেন– তাহলে তোমরা জান্নাতে চলে যাও। তোমাদের কোন হিসাব কিতাব হবে না। তাই কি ?

১৯. পূর্বেকার রচিত কিতাবাদী বর্তমানে কোন কাজের নয়

"বস্তুত আজ ইসলামের এক নব জাগরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ইসলামী চিন্তা নায়ক ও তথ্যানুসন্ধানীদের রক্ষিত জ্ঞান সম্পদ আজকের দিনে ফল প্রসূ হতে পারে না; কেননা দুনিয়া আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ছয়শ বছর আগে দুনিয়া যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে আর তাকে সেই পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়।" (তানকীহাত-২০, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব-১২)

২০. হাদীস অস্বীকার

মওদুদী সাহেব বুখারী, মুসলিম শরীফসহ হাদীস গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য হাদীসকে হাদীস বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ঃ "আপনাদের মতে সনদের দিক দিয়ে মুহাদ্দিসরা নির্ভুল আখ্যা দিয়েছেন– এমন প্রতিটি রেওয়ায়াতকে হাদীসে রাসূল বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। কিন্তু আমরা সনদের যথার্থকে হাদীসের যথার্থতার জন্যে অপরিহার্য প্রমাণ মনে করি না।"

(নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ পৃ. ২০০)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মওদুদী সাহেব ও তার অনুসারিরা কোন হাদীসের স্বীকৃতি দেবে না ততক্ষন পর্যন্ত কোন হাদীস, হাদীসের মর্যাদা পাবে না।

২১. হাদীস, তফসীর ও ফেকার কিতাবাদী গ্রহণযোগ্য নয়

(ক) কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের শিক্ষা অগ্রগণ্য কিন্তু তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভাণ্ডারের মাধ্যমে নয়। (তানকীহাত, পৃ: ১৭৫)

তাহলে কিসের মাধ্যমে ?

(খ) ইসলামী আইনের শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু এখানেও পুরানো কিতাব কোন কাজে আসবে না। (তানকীহাত পৃ: ১৭৫)

২২. মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকায়ে ইসলাম নেই

"আজকের মুসলমানদের মধ্যে যেমন ইসলামী স্বভাব, প্রকৃতি ও নৈতিক চরিত্রের বালাই নেই, তেমনি নেই ইসলামী চিন্তাধারা ও কর্মপ্রেরণা। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ কোথাও সত্যিকারের ইসলামী প্রাণ-চেতনা নেই।" (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব পৃ. ২৮; তানকীহাত পৃ. ৪০)

তবে জেনে রাখা দরকার যে, মসজিদ-মাদরাসা, খানকা, নাস্তিক-মুরতাদ, ইয়াহুদী-নাসারা ও মওদুদী ফেতনা থেকে এখনও মুক্ত আছে। এবং যতটুকু দ্বীন বর্তমানে পৃথিবীতে বিদ্যমান, তাহা মসজিদ মাদরাসা ও খানকার মাধ্যমেই আছে।

২৩. উলামাদের সঠিক ফতওয়া প্রদানের যোগ্যতা নেই

"আদালতের বিচারকদের সম্পর্কে যতদূর বলা যায় তাদের অক্ষমতা তো সুস্পষ্ট। বাকী থাকলেন আলেম সমাজ। তাদের মধ্যে এক দলের অবস্থা এই যে, পুরাতন ফেক্বার গ্রন্থগুলোতে আনুসাঙ্গিক নির্দেশগুলো যেভাবে লিখিত আছে সেগুলোকে অবিকল পেশ করার চেয়ে অধিক যোগ্যতা তাদের

নেই। আর কতিপয় আলেমকে যদিও আল্লাহ তা'য়ালা দৃষ্টির প্রশস্ততা এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু এককভাবে তাদের কারো মধ্যে এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, কোন মাস্আলার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেক খাঁটিয়ে কোন পুরাতন আনুসাঙ্গিক নির্দেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হন। কেননা এক দিকে তাঁরা ভুলে নিমজ্জিত হওয়ার ভয়ে এ দুঃসাহসিক পথে পা বাড়ান না, অপরদিকে তাদের ভয় হচ্ছে অপরাপর আলেমগণ তাদেরকে মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অপবাদ দিবেন।"

(হুকুকুয যাওজাইন পৃ. ৯২; স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পৃ. ৭৮)

চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিটিন ক্লিন চেহারা এবং ধূম পানে অভ্যস্ত, আরবী কিতাবাদীর রিডিং পড়ার যোগ্যতা বিহিন মাওদুদী সাহেবের কলমে ইসলামী শিক্ষায় পন্ডিত্য অর্জনকারী উলামায়ে কেরামের এ ধরনের অবাস্তব ও মিথ্যা সমালোচনা দু:খ্য জনক।

২৪. পীর, আওলিয়া ও মুজতাহিদীনদের অনুসরণ হারাম

(ক) কোন আলেমের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাযহাব মেনে চলা হারাম, গুনাহ বরং এর চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। (রাসাইল ও মাসাইল ১ম খণ্ড পৃ. ১৯৬)

(খ) "অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় যে, উলামারা (দু একজন ছাড়া) ইসলামের মূল স্প্রীট থেকে বঞ্চিত, তাঁদের মধ্যে সংস্কার এবং আমলের শক্তি নেই। নেই সরাসরি কুরআন ও রাসূলের হিদায়াত থেকে ইসলামী মূলনীতি সংগ্রহের যোগ্যতা। তাদের মাথায় আস্লাফের (পূর্বসুরীদের) অনুসরণের রোগ ঢুকেছে'।

(তান্কীহাত পৃ. ৪১, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব-২৯)

(গ) তাঁদের (উলামায়ে কেরামের) মধ্যে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ ও অনড় তাক্বলীদের ব্যাধি পুরোপুরি সংক্রমিত হয়েছিল। এর ফলে প্রতিটি জিনিসই তারা এমন কিতাবাদিতে খোঁজ করতেন, যা কোন কালোত্তীর্ণ খোদায়ী কিতাব ছিল না। (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, পৃ. ২৯; তানকীহাত পৃ. ৪১)

(ঘ) সত্য এই যে, কোন বিষয় সহীহ অথবা হক্ব হওয়ার জন্য এটা দলীল হতে পারে না যে বিষয়টি পূর্বের বুযুর্গ ব্যক্তিদের যুগ থেকে (ঐ নির্দিষ্ট পন্থায়) পালিত হয়ে আসছে। (তানকীহাত পৃ. ২২৯)

২৫. আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীন পাগল ও বিদ্বেষী ছিলেন

'তোমরা মধ্য যুগের ধর্মীয় উন্মাদদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিদ্বেষ লাভ করেছ এবং সেই অন্ধকার যুগের তামাম জিনিসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার পরও যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রয়েছো তাকে পরিহার কর এবং উদার মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হও, তাকে গ্রহণ কর'।

(তানকীহাত পৃ. ৩৭; ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, পৃ. ২৬)

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, শাফী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আহমদ বিন হাম্বল, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সহ মধ্যযুগের ফুক্বাহা, মুহাদ্দিসীন ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উন্মাদ ও বিদ্বেষী বলা কতবড় গৃনিত ও নুংরা মানুষিকতার কাজ, আশা করি জামাত-শিবিরের বন্ধুরা তা চিন্তা করবেন।

২৬. মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের ন্যায়শাস্ত্রের যোগহ্যতা ছিল না

"মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাই তারা দ্বীনকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বুঝাতে পারতেন না এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাসের গোমরাহীতে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। ন্যায়শাস্ত্রের যারা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা কেবল ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না বরং ন্যায়শাস্ত্রেও ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা গ্রীক দার্শনিকদের দাস ছিলেন।"

(ইসলামী রেনেসা আন্দোলন পৃ. ৪৭)

২৭. চার ইমামের অনুসারীরা পশুর সমান

"যারা নিজেদের আকল-বুদ্ধি ও জ্ঞান কাজে লাগায় না' আসল নকল পরখ করে না বরং অন্যের অন্ধ তাক্বলীদ (অনুসরণ) করে বেড়ায় কুরআনে তাদেরকে অন্ধ, বোবা, বধির এবং নির্বোধ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়; এদেরকে কুরআন জানোয়ারের সাথে তুলনা করে, বরং তাদের থেকেও নীচ প্রাণী এরা। কেননা জানোয়ারের তো (মানুষের মত) বিবেক-বুদ্ধি নেই কিন্তু উপরোক্ত মানুষেরা তো বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগায় না।" (তান্‌কীহাত, পৃ. ২৩৩)

লক্ষ লক্ষ কিতাবের রচয়িতা উলামায়ে কেরাম, নিখিল বিশ্বের মুসলমান যাদের অনুসরণ করে তাঁরা কোন ইমামের অন্ধ তাকলীদ করেন না বরং কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাকলীদ করেন। তবে যারা নিজেদের আকল বুদ্ধি ও জ্ঞান কাজে লাগায় না, আসল নকল ফরক করে না বরং মেট্রিক মানের এক প্রাইমারী মৌলভীর অন্ধ তাকলীদ করে তাদেরকে কুরআন শরীফ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট বলেছে।

২৮. আমি কোন মাযহাব মানি না

"আমি আহলে হাদীসের ব্যখ্যা কে সঠিক মনে করি না, আর আমি নিজে হানফীও নই শাফী ও নই।" (রাসাইল মাসাইল-১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৯)

২৯. সব ব্যর্থতার মূল, বুযুর্গানেদ্বীনের অনুসরণ

(ক) যতদিন আলেম সমাজ এই উৎস ও ভিত্তিমূল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং নির্ভুল চিন্তা শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ইজ্‌তিহাদ করে আদর্শিক ও বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধান করেছিলেন, ততদিন ইসলাম যুগের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল। কিন্তু যেদিন থেকে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা পরিহার করা হল, হাদীসের সত্যানুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেল, নির্বিচারে পূর্ববর্তী তাফসীরকার ও মুহাদ্দিসগণের অন্ধ

অনুকরণ শুরু হল, অতীতের ফিক্বাহ শাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের ইজ্‌তিহাদকেই অটল ও চিরস্থায়ী বিধানে পরিণত করা হলো ও সুন্নাহর নীতিকে পরিত্যাগ করে বুযুর্গদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটিকেই মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো– সেদিনই ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল। তার সম্মুখ গতির পরিবর্তে পশ্চাদপসারণ শুরু হল।

(তানকীহাত পৃ. ১৮৩; ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব পৃ. ১৩৫)

(খ) দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের আলেম সমাজ আজ পর্যন্ত তাঁদের ভ্রান্তিউপলব্ধি করতে পারেননি। যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথম দিকে আলেম সমাজ ব্যর্থতার গ্লানি বরণ করে নিয়েছিলেন, আজও প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তাঁরা সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির উপরই অবিচল রয়েছে।

(তানকীহাত পৃ. ৪২; ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব পৃ. ৩০)

বরং দুর্বাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের আলিম সমাজ অর্থাৎ নিখিল ভারতের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত উলামায়ে কেরাম, যে নিতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথমে জামাতকে ভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, আজও প্রত্যেক জামাত শিবির সদস্যরা একই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অবিচল রয়েছেন, তারা চার মাযহাবের উলামায়ে কেরামকে ছেড়ে শুধু মাত্র ম্যাট্রিক মানের এক মৌলভী সাহেবের অন্ধ অরড় তাকলীদে অবিচল রয়েছেন।

হাদীসে বর্ণিত– من شذ شذ فى النار অর্থাৎ যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাহিরে থাকবে সে জাহান্নামী।

৩০. সত্যিকার মুসলমান কেউই নেই

"বর্তমানে মুসলমানদের সবচাইতে বড় বরং আসল বিপদ এই যে, তাদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে বুৎপত্তি এবং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে কোন অনুধাবন নেই। এই অভাব ও শূন্যতাই তাদের গোটা ধর্ম বিশ্বাসকে অন্তঃসার শূন্য ও তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে প্রাণহীন করে দিয়েছে।"

কারণ ইসলাম ও অনৈসলামের পার্থক্যটা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান ও বোধ

শক্তির উপর নির্ভরশীল। আর এখানে রয়েছে তারই অভাব। আর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিরাট মুসলিম সমাজে একটি নগণ্য দল ছাড়া এই অজ্ঞতার পরিচয় আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। তাদের অশিক্ষিত জনগণ, সনদ প্রাপ্ত আলেম সমাজ, জুব্বাধারী পীর-মাশায়েখ এবং কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতিতে প্রচুর ব্যবধান ও ভিন্নতা রয়েছে বটে কিন্তু ইসলামের তাৎপর্য ও তার প্রাণ বস্তু সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ব্যাপারে তারা সবাই সমান।"

(তাফহীমাত ১ম খণ্ড পৃ. ৪৪-৪৫; নির্বাচিত রচনাবলী ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ পৃ. ৪০-৪১)

অর্থাৎ, শুধু জামাত-শিবিরের সদস্যদেরই ইসলামের প্রাণবস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে আর কারো নেই ?

৩১. মুসলমানদের শতকরা ৯৯ ভাগ বে-দ্বীন

"খোদ মুসলমানদের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী লোক নিজেকে 'মুসলমান' বলে পরিচয় দেয় এবং নিজের ধর্মমত প্রকাশ করতে ইসলাম শব্দটির আশ্রয় নেয়, কিন্তু মুসলিম হওয়ার মানে কি এবং ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এটা তারা জানে না।"

(তানকীহাত ২২৪, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ১৭১)

ঐ শতকরা এক ভাগ যারা সত্যিকার মুসলমান, এরা কি জামাত-শিবিরের সদস্যরা ?

৩২. কোন নবীই নিষ্পাপ ছিলেন না সবাই কিছু না কি ছু পাপে লিপ্ত ছিলেন

(ক) "এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'টো একটা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে।" (নির্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪)

তাহলে কি পৃথিবীর সব শিশুরা (যারা পাপী নয়) জামাত-শিবিরের খোদা?

(খ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর সম্পর্কে তাফহীমাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে মওদুদী সাহেব লিখেছেনঃ "একদিন অপরাহ্নে দাউদ নিজ প্রাসাদের ছাদে পায়চারী করছিলেন। এই সময় স্নানরত এক পরমা সুন্দরী রমনীর ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। দাউদ খোঁজ নিলেন মহিলাটি কে ? জানা গেল, সে এলিয়ামের কন্যা ও উরিয়াহিত্তার স্ত্রী বাতসাবা। দাউদ বাতাসাবাকে ডেকে পাঠালেন এবং রাতে নিজের কাছে রাখলেন। সেই রাতেই সে গর্ভবতী হয়ে গেল। পরে সে দাউদকে নিজের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানিয়ে দিল।"

এরপর দাউদ উরিয়াকে উয়াবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উয়াব তখন বনী আমুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল এবং রাব্বা নগরীকে অবরোধ করে সেখানে অবস্থান করছিল। দাউদ উয়াবকে লিখলেন যে, রণাঙ্গনের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ স্পেনে চলছে, সেখানে তাকে নিয়োগ কর এবং তারপর তাকে একাকী রেখে সরে যাও, যাতে সে নিহত হয়। উয়াব নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো এবং উরিয়া নিহত হলো।"

এ ভাবে উরিয়াকে খতম করার পর দাউদ ঐ মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তার পেট থেকেই হযরত সোলায়মান জন্ম গ্রহণ করেন। (নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ., ৬০)

মওদুদী সাহেবের মতে হযরত দাউদ (আঃ) থেকে এ ধরণের কাজ সংগঠিত হওয়া সম্ভব। নিশ্চিতভাবে তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন ঃ "এ ধরনের ঘটনায় সব সময় দুটো সম্ভাবনা থাকে এবং দু'টোই সমান শক্তিশালী। এমনও হতে পারে যে, একজন মানুষ তার ভালো লাগা মহিলাকে পাওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। কিন্তু সে বিধবা হওয়ার পর কোনো নৈতিক ও আইনগত বাধা না থাকায় তাকে বিয়ে করেছে। আবার এমনও হতে পারে যে, সে তাকে পাওয়ার জন্য অন্যায় চেষ্টা-তদবিরে লিপ্ত ছিল। এই দুটো সম্ভাবনার একটিকে অপরটির ওপর নিশ্চিতভাবে অগ্রগণ্য মনে করা সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া সম্ভব বা সমীচীন নয়।

(নির্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫)

৩৩. রাসূল (সা.) দায়িত্ব আদায়ে ভুল-ত্রুটি করেছেন

তাফহীমুল কুরআনে মওদুদী সাহেব লিখেছেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুওয়তের দায়িত্ব আদায় করতে ভুল-ত্রুটি করেছেন। এবং তিনি যে দ্বীন আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন তা পরিপূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণ। তিনি فسبح بحمد ربك واستغفره এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট কাতর কণ্ঠে এই দোয়া কর যে, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তোমার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হইয়াছে কিংবা তাহাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে তাহা যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। সেই দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ না করেন।"

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন-নাছর)

আমাদের প্রশ্ন : ঐ ভুল-ত্রুটিগুলো কী কী? এবং বর্তমান ইসলাম যদি অসম্পূর্ণ হয় তাহলে ঐ সম্পূর্ণ ইসলামটা কোথায় ?

৩৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মত দাড়ি রাখা বেদআত

'আপনাদের এই ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতবড় দাড়ি রেখেছেন এত বড় দাড়ি রাখা সুন্নাতে রাসূল। আমার কাছে এ ধরনের বস্তুকে সুন্নাত বলা এবং তার অনুসরণের জন্য মানুষকে উদবুদ্ধ করা মারাত্মক বেদআত এবং দ্বীনকে বিকৃত করা।'

(রাসাইল মাসাইল-১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৭, ২৫৪, ২৫৫)

৩৫. তিন নবী ছাড়া কোন নবীই তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি

"কাজেই 'হুকুমাতে ইলাহিয়া' কায়েম করে খোদার তরফ থেকে নবীগণ যে জীবনব্যবস্থা এনেছিলেন তাকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাঁরা জাহেলিয়াত পন্থীদেরকে এ অধিকার দিতে

প্রস্তুত ছিলেন যে, ইচ্ছা করলে তারা নিজেদের জাহেলী আকিদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। কিন্তু কর্তৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দেবার এবং মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলীকে বলপ্রয়োগে জাহেলিয়াতের আইন-কানুন অনুযায়ী পরিচালিত করার অধিকার তাদেরকে দিতে কোনো দিন প্রস্তুত হয়নি এবং স্বভাবতঃ দিতেও পারতো না। এজন্য প্রত্যেক নবীই রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অনেকের প্রচেষ্টা কেবল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা পর্যন্তই ছিল– যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। অনেকে কার্যতঃ বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেছিলেন; কিন্তু হুকুমাতে ইলাহিয়া কায়েম করার আগেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল; যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম। আবার অনেকে এ আন্দোলনকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন– যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লাম।"

(তাজদীদ ও এহয়ায়ে দ্বীন পৃ. ৩২, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পৃ. ৩৩)

এভাবে মাওদুদী সাহেব দু' তিনজন ছাড়া সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে বিফল ও চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার অপবাদ দিলেন।

৩৬. হযরত উছমান ও আলীর খিলাফতে জাহিলিয়াতের ঢল নেমেছিল

হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, খেলাফত আলা মিন হাজিন্নবুওয়াতের সময়কাল রাসূল (সা.)-এর পরে ত্রিশ বৎসর। কিন্তু মওদুদী সাহেবের মতে খেলাফত মাত্র পনর বৎসর পর্যন্ত চলছিল পরে খেলাফত নবীর তরিকার উপর থাকেনি। বরং খেলাফতের মধ্যে জাহেলিয়াতের ঢল নেমেছিল। তিনি বলেন–

"শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেইশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন। তাঁরপর আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) ও ওমর ফারুক (রাযি.)-এর ন্যায় দুজন আদর্শ নেতার

নেতৃত্বলাভের সৌভাগ্য ইসলামের হয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ন্যায় এ সর্বব্যাপী কাজের সিলসিলা জারি রাখেন। অতঃপর হযরত উসমান (রাযি.)-এর হাতে কর্তৃত্ব আসে এবং প্রথম প্রথম কয়েক বছর রাসূলুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি পূর্ণরূপে জারি থাকে।"

কিন্তু একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্রুত বিস্তারের কারণে কাজ প্রতিদিন অধিকতর কঠিন হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে হযরত উসমান (রা) যাঁর ওপর এ বিরাট কাজের বোঝা রক্ষিত হয়েছিল, তিনি তাঁর মহান পূর্বসূরীদের প্রদত্ত যাবতীয় বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন না। তাই তাঁর খিলাফত আমলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে "জাহেলিয়াত সমাজ ব্যবস্থা" অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। হযরত উসমান (রা) নিজের শিরদান করে এ বিপদের পথরোধ করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তা রুদ্ধ হয়নি। অতঃপর হযরত আলী (রা) অগ্রসর হন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে জাহেলিয়াতের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্যে চরম প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তিনি জীবনদান করেও এই প্রতি বিপ্লবের পথ রোধ করতে পারেননি।"

(তাজদীদ ও এহ্য়ায়ে দ্বীন পৃ. ৩৪ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পৃ. ৩৪)

৩৭. মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মানুষকে হেদায়াত করতে গিয়ে গুমরাহ করেছেন

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী ও শাহ্ ওলিউল্লাহর সংস্কারমূলক আন্দোলনের সবচেয়ে ফলপ্রসু যে দিক তাহলো তাছাউফ যার দ্বারা তাঁরা লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলমানের আত্ম্যসুধ্যি করেছিলেন। আর এটাই মওদুদী সাহেবের গাত্রদাহর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই তিনি বলেন–

"হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানির যুগ থেকে নিয়ে শাহ্ ওলিউল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাধে, তাহলো এই যে, তাঁরা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি এবং অজানিতভাবে

তাদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল।"

(তাজদীদ ও এহ্য়ায়ে দ্বীন পৃ.-১১১, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পৃ. ৮৫)

৩৮. প্রচলিত তাসাওউফ পরিত্যাজ্য

"বর্তমানে কেহ যদি সংস্কার মূলক কাজ করতে চায় তবে তাঁকে পূর্বেকার পীর-মাশাইখদের ভাষা পরিভাষা, আচার-আচরণ, লেবাস-পোশাক ইত্যাদিকে এভাবে পরিহার করতে হবে যেভাবে ডাইবেটিক রোগীকে মিষ্টি পরিহার করতে হয়।" (তাজদীদ ও এহ্য়ায়ে দ্বীন, পৃ:-৭৪)

অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী, যুন্নূন মিছরী, মালিক ইবনে দীনার, ফুযায়েল বিন ইয়ায, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, বিশ্রে হাফী, শাক্বীক্ব বলখী, জুনায়দ বগদাদী, আব্দুল ক্বাদির জীলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী, শাহ্ জালাল ইয়ামানী, নেযামুদ্দীন আওলিয়া, কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, খাজা বাকী বিল্লাহ, আলাউদ্দীন ছাবির কালিয়ারী, শাহ্ আব্দুল আযিয, শাহ্ ইসহাক, সাইয়িদ আহমদ বেরেলভী, হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ক্বাসিম নানুতুভী, আশরাফ আলী থানভী, হোসাইন আহমদ মাদানী সহ দেওবন্দী, ফুরফুরা, শর্শিনা, জৌনপুরী হাজার হাজার পীর আওলিয়া যে তাসাউফের মাধ্যমে তৈরী হয়েছেন মওদুদী সাহেব ঐ তাসাউফকে পরিহার করে এ ধরণের তাসাউফ চালু করতে চান যে তাসাউফের মাধ্যমে গোলাম আযম, মাও: আব্দুর রহীম, আব্বাস আলী খান, মুতিউর রহমান নেযামী, আলী আহসান মুজাহেদর মত জামাত শিবিরের ক্যাডার তৈরী হতে পারে।

(উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো জামায়াত-শিবিরের সিলেবাসভূক্ত বই থেকে নেয়া হয়েছে।)

আহ্বান

বিশ্ব মানবের সার্বজনিন ও সর্ব কালিন হেদায়াতের ধর্ম ইসলাম ও সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত উম্মতে মুহাম্মদী সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের শত শত মন্তব্যের খানিকটা এখানে তুলে ধরা হলো। আশা করি আল্লাহ্ তাআ'লা যাদেরকে সামান্যতম ঈমানী নূর দান করেছেন তাঁরা এতটুকু পড়ে বুঝতে পারবেন যে, মওদুদী সাহেব তার লিখনির মাধ্যমে ইসলামের কতটা ক্ষতি করেছে ন। কি ধরনের মানষিকতা হলে পরে কেহ এ ধরনের মন্তব্য করতে পারে তাহাও উপলব্দী করতে পারবেন। বাকী যারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছাবার অনুসারী এবং ওরিয়েন্টেলিস্টদের মন-মানসিকতার অধিকারী তাদের কাছে মওদুদী মতবাদ সাদরে গৃহীত হবে, তাতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই।

অতএব ইসলামী আন্দোলনের আবেগ ও জয্বাকে অযথা আউটে নষ্ট না করে, ইসলামের ১৪শত বছরের নিরবচ্ছিন্য নূরানী ধারা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' পতাকা তলে সমবেত হয়ে পূতঃ পবিত্র উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে মুজতাহিদীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের লিখিত কিতাবাদীর আলোকে দেশে আইনে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্যে সবাইকে উদাত্ত্ব আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদেরকে সর্বপ্রকার বাতিল থেকে হেফাজত করুক ও দেশে আইনে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

উবায়দুল্লাহ ফারূক

সিলেটী

প্রমাণপঞ্জী

১। কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ (মারকাযী মাকতাবা ইসলামী দিল্লী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৮১ ইং)

২। খুত্‌বাত, (মারকাযী মাকতাবা ইসলামী দিল্লী, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৮০ ইং)

৩। তাফহীমাত, (মারকাযী মাকতাবা ইসলামী দিল্লী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৯ ইং)

৪। তানকীহাত, (ইসলামী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, লাহোর, অষ্টম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৬৭ ইং)

৫। হুকুকুয যাওজাইন, (ইসলামী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, লাহোর দ্বাদশ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৬৯ ইং)

৬। তাজদিদ ও এহ্‌য়াএ দ্বীন (মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, দিল্লী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৩ ইং)

৭। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১১শ প্রকা শ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং)

৮। কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৬ ইং)

৯। নির্বাচিত রচনাবলী (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১ম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং)

১০। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ৭ম সংস্করণ, মে ২০০০ ইং)

১১। ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ৫ম সংস্করণ, মার্চ ২০০০ ইং)

১২। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব (শতদল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩ ইং)